রসগঙ্গাধরঃ

প্রথমানণম্
(রসভেদনিরূপণপর্যন্তম্)

অধ্যাপক শ্রীঅমলকুমার ভট্টাচার্য

এম্.এ, এম্.ফিল্, কাব্যতীর্থ, পি, এইচ্ ডি

প্রাক্তন অধ্যাপক নাড়াজোল রাজ কলেজ, মেদিনীপুর প্রাক্তন অধাপক,
কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর সঞ্চালক, স্নাতকোত্তর সংস্কৃত বিভাগ,
কৃষ্ণনাথ কলেজ, আংশিক অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (নৈশ)
কাদম্বরী (শুকনাসোপদেশঃ), কাব্যমীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক
ও ব্যাখ্যাতা, লঘুশব্দকোষঃ, আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা
প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা

সংস্কৃত বুক ডিপো

২৮/১, বিধান সরণী

কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রস্তাবনা

অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাস প্রতি প্রাচীন। বেদাদিশাস্ত্রেও উপমারূপক* প্রভৃতি উপলব্ধ হওয়ায় অলংকার বা অলংকৃতির ধারণাকেও আমরা প্রাচীন বলতে পারি। অগ্নিপুরাণে অলংকারসম্বন্ধীয় আলোচনা প্রথম উপলব্ধ হয়। তারপরেই ষষ্ঠ ও সপ্তমশতকে আলংকারিক দণ্ডী ও ভামহের আবির্ভাব। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে আবির্ভূত ভরতাচার্য তাঁর নাট্যশাস্ত্রে রস বিষয়ের সূত্র আলোচনা করলেও কাব্যের লক্ষণ বা তদুপকারক অলংকারসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেননি। তিনি মাত্র চারটি অলংকার নির্দেশ করেই বিরত হয়েছেন। ভামহ তাঁর **'কাব্যালংকার'** গ্রন্থে সর্বপ্রথম অলংকারের সুবিন্যস্ত আলোচনা করেন। ধ্বনিবাদী আনন্দবর্ধনও তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে ভামহের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ' নামক চমৎকার গ্রন্থে কাব্যলক্ষণ সহ কাব্যশাস্ত্র ও অলংকারের সুন্দর আলোচনা করেন। দণ্ডী ও ভামহের পর কাব্যের বহিরঙ্গ অলংকার আলোচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন ভট্টোদ্ভট ও রুদ্রট। এদের কাব্যশাস্ত্রীয় আলোচনা 'অলংকারপ্রস্থান' নামে পরিচিত।

সংস্কৃত সাহিত্য মীমাংসা শাস্ত্রে যে প্রস্থানভেদ (School) কল্পিত হয়েছে, সেগুলি হল—

(ক) অলংকারপ্রস্থান—'দণ্ডী, ভামহ, উদ্ভট, রুদ্রট।
(খ) রীতিপ্রস্থান—বামন।
(গ) রসপ্রস্থান—ভরত, অভিনব, ভোজ, বিশ্বনাথ।
(ঘ) ধ্বনিপ্রস্থান—আনন্দবর্ধন, মম্মট, জগন্নাথ।
(ঙ) বক্রোক্তিপ্রস্থান—কুন্তক।
(চ) ভুক্তিবাদ—ভট্টনায়ক।
(ছ) ঔচিত্যতত্ত্ব—ক্ষেমেন্দ্র।

---

* সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাম্ / মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ—সূর্যসূক্ত. ঋ.

* স নঃ পিতেব সূনবে / অগ্নে সূপায়নো ভব / —অগ্নিসূক্ত, ১.১.৯ ঋ.

* দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়াং সমানং বৃক্ষং পরিষ্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্যোহভিচাকশীতি।। (অতিশয়োক্তি অলংকার)

ইয়ং সুস্তনী মস্তকন্যস্তকুম্ভা
লবঙ্গী কুরঙ্গী মদঙ্গীকরোতু।।

ড. বর্ণেকর তাঁর 'অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্য' গ্রন্থে যবনী সংক্রান্তবিষয় খণ্ডন করেছেন এবং 'যবনী রমনী বিপদঃ শমনী কমনীয়তমা নবনীতসমা' ইত্যাদি শ্লোকগুলি জগন্নাথের কোন গ্রন্থে সংগৃহীত না হওয়ায় পদ্যগুলি তাঁর নয় বলে মন্তব্য করেছেন। 'অতো নৈতানি পদ্যানি পণ্ডিতরাজ প্রণীতানীতি প্রতীয়ন্তে'—(অ. সং. সা. পৃ. ৩৮১)।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের তেরটি গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলি হল—

১। করুণাহলহরী	৬। ভামিনী বিলাস	১০। মনোরমাকুচমর্দিনী টীকা
২। গঙ্গালহরী	৭। আসফ বিলাস	১১। চিত্রমীমাংসাখণ্ডনম্
৩। অমৃতলহরী	৮। জগদাভরণম্	১২। রসগঙ্গাধর
৪। সুধালহরী	৯। প্রাণাভরণম্	১৩। যমুনাবর্ণনম্।
৫। লক্ষ্মীলহরী		

রসগঙ্গাধর গ্রন্থে 'যমুনাবর্ণনম্' থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হলেও, মূল গ্রন্থটি আজও পাওয়া যায়নি। রসগঙ্গাধর গ্রন্থটির রীতি পূর্বাচার্যদের থেকে ভিন্ন হলেও তাতে কবির কবিতানির্মাণক্ষমতা, দার্শনিকের বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী, বাক্‌রীতির ভিন্নতা ও রসবিচারের অসাধারণ দক্ষতা তাঁকে অনন্য স্থান দিয়েছে।

জগন্নাথ মূলত কবি ও প্রেমিক। তাঁর কয়েকটি রচনা আলোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। গৃহস্থ জীবন প্রসঙ্গে 'শৃঙ্গারবিলাস' নামক গ্রন্থে (পণ্ডিতরাজ কাব্যসংগ্রহ, আর্যেন্দ্র শর্মা, উপমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়) মন্তব্য করেছেন—

(১) লভ্যেত পুণ্যৈর্গৃহিনী মনোজ্ঞা তয়া সুপত্রাঃ পরিতঃ পবিত্রাঃ।
স্ফীতং যশস্তৈঃ সমুদেতি নিত্যং তেনাস্য নিত্যঃ খলু নাকলোকঃ।।

(২) হরিণীপ্রেক্ষণা যত্র গৃহিনী ন বিলোক্যতে।
সেবিতং সর্বসম্পদ্‌ভিরপি তদ্ভবনং বনম্।।

কবির দৃষ্টিতে তাঁর প্রিয়া গৃহদেবী, কল্যাণময়ী। তার বর্ণনাতেও জগন্নাথের প্রেমিক হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। করুণালহরীতে উল্লিখিত শ্লোকটি হল—

মন্দস্মিতেন সুধয়া পরিষিচ্য যা মাং
নেত্রোৎপলৈর্বিকশিতৈরনিশং সমীজে।